ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'অ্যানিমেল' নিয়ে এবার মুখ খুললেন তাপসী

পৃঃ ৫

রোনালদোর চোখে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের চেয়ে সৌদি লিগ সেরা!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০২৪ ● কলকাতা ● ০৯ মাঘ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ২৪ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সকাল থেকে ভিড়ে ঠাসা রামমন্দির!

ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত দ্বার, কড়া নিরাপত্তা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গতকাল অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে, আর মঙ্গলবার সকাল থেকেই সেই মন্দিরে শুরু হয়েছে আরতি দেখার ভিড়। সাধারণ মানুষের মধ্যে মন্দিরে দর্শনের আগ্রহ বেড়েছে। কালকেই লাখে-লাখে মানুষ জড়ো হয়েছিলেন অযোধ্যায়। আজ মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায়, সেখানে উতসাহ বেড়েছে দ্বীগুণ।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় রামলালার। মন্দির চত্ত্বরে সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন দেশের সমস্ত ক্ষেত্রের কৃতীরা। দুপুরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ এক বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হল। রামলালা ফিরে এলেন নিজের বাসস্থানে। রামলালা আর তাঁবুতে থাকবেন না, থাকবেন মন্দিরে।আজ সকাল থেকে সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় মন্দির। রামলালা দর্শনের জন্য ভোর থেকে শুরু হয়ে যায় ভক্তদের ভিড়, উচ্ছ্বাস। এ দিন সকাল ৭টা থেকে খুলে দেওয়া হয় মন্দির। ঠান্ডা উপেক্ষা করে ভোরে সরযূ নদীতে ডুব দিয়ে পুজো দিতে উপস্থিত হন ভক্তরা। ভিড় ঠেলে রামলালার দর্শন পেয়ে উচ্ছ্বাসিত তাঁরা।

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূলের সঙ্গে বাংলার জোটে

নতুন করে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করলেন রাহুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসকে যে ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, তাতে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, লোকসভা ভোটে বাংলায় রাহুল গান্ধীর দলের সঙ্গে মমতার দলের আসন সমঝোতার সম্ভাবনা বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মঙ্গলবার অসমের রাজধানী গুয়াহাটি থেকে ফের সেই সম্ভাবনায় নতুন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন রাহুল স্বয়ং।উল্লেখ্য, বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে এর আগে কখনও কংগ্রেসের কোনও শীর্ষ স্থানীয় নেতা প্রকাশ্যে মন্তব্য করেননি। তবে আনন্দবাজার অনলাইনে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই লেখা হয়েছিল, বাংলায় আসন কংগ্রেস-তৃণমূলের আসন বোঝাপড়া নিয়ে রাহুল-মমতার প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে। যদিও মাঝে নানা কারণে তাতে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। বাংলায় ঢোকার ৪০ ঘণ্টা আগে ফের জোট-জল্পনা উস্কে দিলেন রাহুল। যে পদক্ষেপকে অনেকে বলছেন, কৌশলে তৃণমূলের কোর্টে বল পাঠানো। এখন দেখার, তৃণমূল ওই বিষয়ে পাল্টা কী বার্তা দেয়। তবে অনেকের মতে, রাহুল জোট ভাঙার 'দায়' নিতে চাইছেন না। তাই তিনি জোটের জল্পনা জিইয়ে রেখে থাকতে পারেন। জোট হবে কি না, তা নির্ভর করছে মমতা কংগ্রেসকে রাজ্যে ক'টি আসন ছাড়বেন, তার উপর। আবার অনেকের মতে, মমতা কংগ্রেসকে দুই থেকে তিনটি আসন ছাড়তে পারেন। কিন্তু এখনই তিনি তা চূড়ান্ত করতে চাইছেন না। 'একলা' লড়ার প্রস্তুতির কথা বলে কংগ্রেসের উপর 'চাপ' তৈরি করে রাখতে চাইছেন। যাতে দর কষাকষির টেবিলে শেষ পর্যন্ত তৃণমূলই লাভবান হয়।পার্ক সার্কাসের মঞ্চ থেকে সোমবার মমতা 'ইন্ডিয়া'র সমালোচনা করেছিলেন। কংগ্রেসের নাম

এরপর ৩ পাতায়

সকাল ৯টার মধ্যে হাসপাতালের

বহির্বিভাগ চালু করতেই হবে', নয়া সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : সকাল ৯টার মধ্যে হাসপাতালের বহির্বিভাগ চালু করতেই হবে', সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা হাজার হাজার রোগীদের স্বার্থের কথা ভেবে এবার সিদ্ধান্ত রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের। ঠিক হয়েছে, আউটডোর খুলেছে কিনা, সেটি সকাল সওয়া ৯টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ভবনকে জানাতে হবে।পুরো বিষয়টি দেখার জন্য নোডাল অফিসার নিয়োগেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য় দফতর।স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি হাসপাতালে জরুরি পরিষেবাতেও কিছু নিয়মে বদল এল এদিন। বদল আনল রাজ্য সরকার। স্বাস্থ্য সাথীতে এবার এমার্জেন্সি অর্থপেডিক অপারেশনের নিয়মে কিছুটা রদবদল করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নয়া নিয়মে বলা হয়, দুর্ঘটনা ঘটার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে আনতে হবে রোগীকে। জমা দিতে হবে, দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রামাণ্য সরকারি নথি তবেই বেসরকারি হাসপাতাল থেকে মিলবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে অপারেশনের সুবিধা। অপারেশন করতে হবে সরকারি পোর্টালে আগে থেকে নথিভুক্ত অর্থোপেডিক সার্জেনকে। নথিভুক্ত সার্জেন অপারেশন না করলে মিলবে না স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা। অন্যদিকে, এর আগেও

এরপর ৩ পাতায়

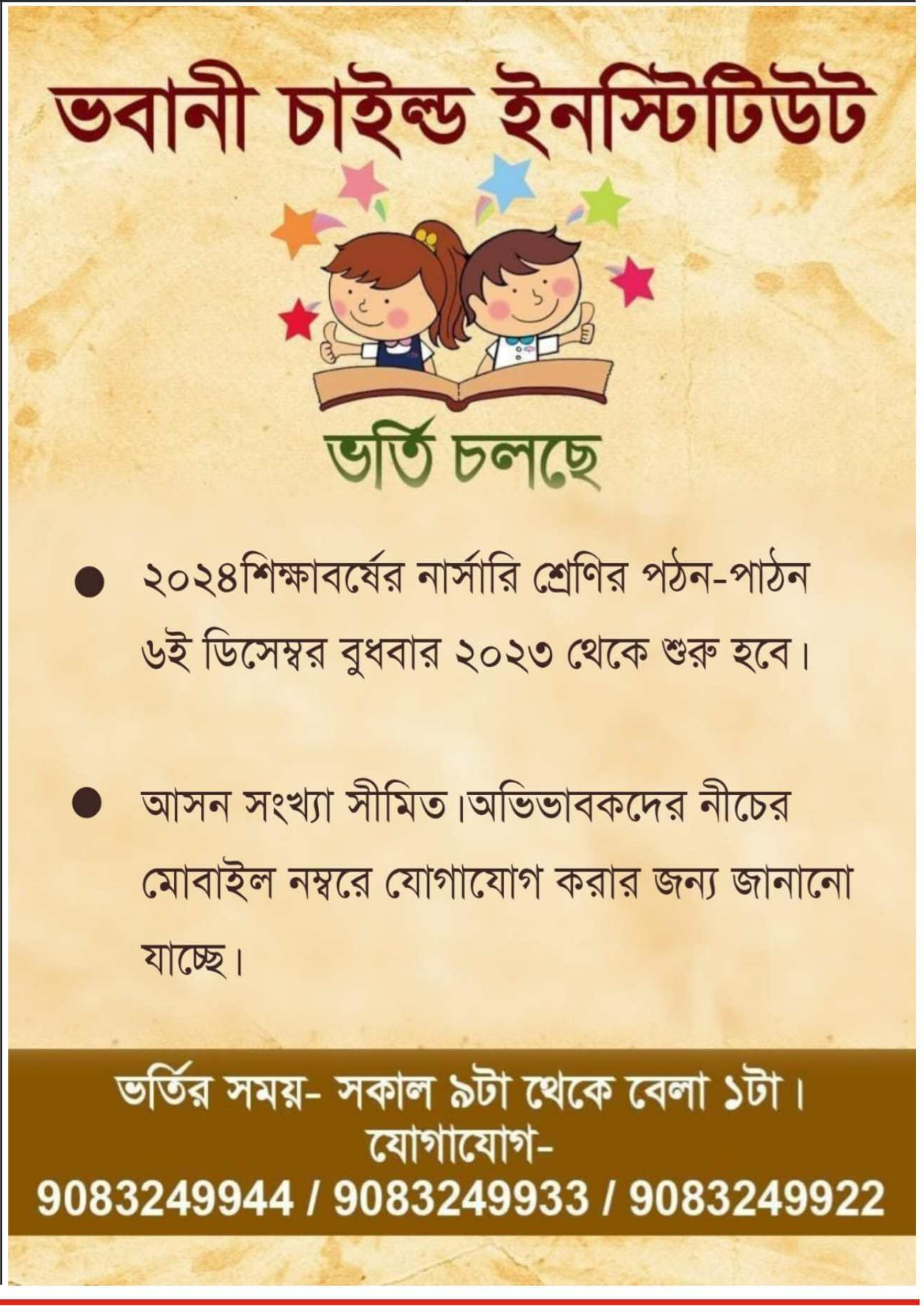

সন্দেশখালির ঘটনার জের,

রাজ্যে আরও ১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির ঘটনার জের। রাজ্যে এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে চলেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডি ও সিবিআইয়ের নিরাপত্তার জন্য এক কোম্পানি সিআরপিএফ আসতে চলেছে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা চলছে। বাহিনী পাওয়ার আশাবাদী এজেন্সির কর্তারা। ওই এক কোম্পানি বাহিনী এলে তাদের রিজার্ভ হিসেবে রাখা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে ইডি-সিবিআই। মূলত, ইডি-সিবিআই গোয়েন্দাদের তল্লাশি অভিযানের কাজেই বাহিনী ব্যবহার করবেন বলে খবর। উল্লেখ্য, রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালিতে গিয়ে মার খেতে হয় ইডি কর্তাদের। অভিযোগ, বাঁশ-লাঠি দিয়ে তাঁদের উপর হামলা চালান সেখানকার বাসিন্দাদের একাংশ। ভেঙে দেওয়া হয় গাড়ি। মাথা ফাটে গোয়েন্দাদের। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজন গোয়েন্দাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। শুধু তাই নয়, তাঁদের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা ছাড় পাননি। অভিযোগ, মারধর করা হয় তাঁদেরও। এরপরই গোয়েন্দাদের সুরক্ষায় এক অতিরিক্ত বাহিনী তাঁদের দেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের ভিডিও

সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ শে জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : অযোধ্যার রাম মন্দিরে ২২ শে জানুয়ারি ২০২৪ (সোমবার) রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, "আমরা গতকাল ২২ শে জানুয়ারি ২০২৪ অযোধ্যায় যা প্রত্যক্ষ করেছি তা আগামী বহু বছর আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।"

প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত একটি ভিডিও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন:

"অযোধ্যায় আমরা গতকাল ২২ শে জানুয়ারি ২০২৪ যা প্রত্যক্ষ করেছি তা আগামী বহু বছর আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।"

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ব্যান্ডেলে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

নকুল কুমার মন্ডল : হুগলি: নিউজ সারাদিন : আজ পরাক্রম দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বান্দালে প্রাচার্য প্রদীপ কুমার গুপ্তের নেতৃত্বে পরীক্ষা পর চর্চা নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছাড়াও প্রতিযোগিতার থিম ছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, মিশন আদিত্য এল-১, চন্দ্রযান, সফল ও উন্নত ভারত ইত্যাদি। প্রতিযোগিতায় ৯ থেকে ১২ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুলের মোট ৭৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সেরা পাঁচ অংশগ্রহণকারীকে সম্মাননা ও সনদ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন করেন রমেন বিশ্বাস, জ্যোতি প্রসাদ। এ সময় সহযোগিতা করেন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ব্যান্ডেলের সিনিয়র শিক্ষক এম এস আনোয়ার।

কেষ্ট গড়ে বাদ কাজল শেখ,

ভোটের আগে বীরভূমের কোর কমিটিতে রদবদল মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগে কেষ্টর গড় নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বীরভূমে ৯ জনের কোর কমিটির পরিবর্তে এবার ৫ জনের উপর সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হল। এমনকী ছাঁটা হল কাজল শেখের ডানাও। চব্বিশের ভোটের আগে বিভিন্ন জেলার সংগঠনের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে বৈঠক করছেন মমতা। ইতিমধ্যেই দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও মুর্শিদাবাদ জেলা সংগঠনের বৈঠকে ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার কালীঘাটের অফিসে বীরভূম জেলা সাংগঠনিক বৈঠক ছিল। যদিও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ড্রাফটিংয়ের কাজে ব্যস্ত থাকায় জানান মমতা। গরুপাচার মামলায় বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে নতুন দায়িত্ব পেয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কাজল শেখ। তাঁকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছিল কোর কমিটি। যার পর থেকেই বীরভূম জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না

এরপর ৩ পাতায়

রাতের তারা লুকিয়ে আছে দিনের আলোয়',

মন্তব্য তৃণমূল বিধায়কের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শেখ শাহজাহানের নাম অনুচ্চারিত রেখেই সংহতি যাত্রা হল সন্দেশখালিতে। ১৭ দিন হয়ে গেল অধরা সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা'। এরইমধ্যে সোমবার স্থানীয় তৃণমূল সংহতি যাত্রা করে। মঞ্চে বিধায়ক সুকুমার মাহাতো-সহ তিনজন ভাষণও দেন। তবে কারও বক্তব্যেই নেই শাহজাহানের নাম। গত ৫ জানুয়ারি ইডি হানা দিয়েছিল সন্দেশখালির সরবেরিয়ায় শেখ শাহজাহানের খোঁজে। শাহজাহানের খোঁজ তো পায়ইনি, উল্টে মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে, মোবাইল ল্যাপটপ খুইয়ে ফিরতে হয়েছে ইডির আধিকারিকদের। এ নিয়ে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। যেহেতু ইডি কেন্দ্রীয় সংস্থা, দিল্লি অবধি এই ঘটনার রিপোর্ট পৌঁছেছে। এরপর ১৭ দিন হয়ে গেলেও এখনও শেখ শাহজাহানের খোঁজ পায়নি পুলিশ। হ্যাঁ, শাহজাহানের নামে একটি মার্কেট আছে, শেখ শাহজাহান মার্কেট। সন্দেশখালি বাজারে রয়েছে তা। শাহজাহান নিজেই নাকি এ মার্কেট গড়েছেন। সেখানেই সভা হয়। ব্যস ওটুকুই। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি সচেতনভাবেই শেখ শাহজাহানের নামের থেকে দূরত্ব তৈরি করে বিধায়ক সুকুমার মাহাতোকে সামনে রেখে পালিত হল দলীয় কর্মসূচি?

সন্দেশখালি-১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি শেখ শাহজাহানের পাশাপাশি এদিনের কর্মসূচিতে অনুপস্থিত ছিলেন ব্লক-২ এর সভাপতি শিবু হাজরাও। সেটাই বা কেন? বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর দাবি, রাতের সব তারা আছে দিনের আলোর গভীরে। সুকুমার মাহাতো বলেন, "ওনার নেতৃত্বেই সংগঠনটা করে এসেছে সকলে। তারই নেতৃত্বে চলছে।"

১০০ বছর ধরে সমাধিস্থ

সন্ন্যাসীর মধ্যে প্রাণ রয়েছে? প্রমান ও পাওয়া গেছে!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সমাধিস্থ কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রাণ অবশিষ্ট থাকা প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় এমন এক সন্ন্যাসীর চিহ্ন পাওয়া সমাধিস্থ থাকার পরেও তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল প্রাণের অস্তিত্ব। এই আশ্চর্যকর ঘটনা ঘটেছে নেদারল্যান্ডের দ্য মিয়েন্ডার মেডিকেল সেন্টারে। সেই কলেজে প্রায় ১০০ বছর ধরে সমাধিস্থ সন্ন্যাসীকে এনে পরীক্ষা করে দেখা গেছে। সন্ন্যাসীরা নিজেদের সমাধিস্থ করার পূর্বে নিজেদের খাদ্য তালিকা প্রকট বদল আনতেন। সেখানে ভাত ডাল সয়াবিনের পরিবর্তে স্থান পেতে বিভিন্ন বাদাম, বেড়ি, গাছের ছাল। যার কারণে শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরে গিয়ে শরীর শুষ্ক হয়ে ওঠে। এছাড়াও সমাধিস্থ হওয়ার পর জাতীয় শহীদের ব্যাকটেরিয়া রোধ করার জন্য এক ধরনের বিশেষ ধরনের বিষাক্ত হার্ব যুক্ত চা পান করত। যার কারণে শরীরে ম্যাগট তৈরি হতে পারত না। এবং ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি পেত না। তবে কোন ব্যক্তি সমাধিস্থ হওয়ার পরিকল্পনা নিলে তিনি কঠোর ডায়েট পালন করেন। এপ্রি যখন প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌঁছে যান তখন তাকে মাটির নিচে একটি কক্ষ তৈরি করে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি সমাধিস্থল হয়। তবে বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে বাইরে থেকে নিঃশ্বাস নিতে পারেন। কিন্তু প্রায় তিন বছর সমাধিস্থ থাকার পর অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাকে মাটির কক্ষ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মন্দিরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। তবে যে সকল সন্ন্যাসী সমাধিস্থ হতে চাইতেন না তাদের কবর দেওয়া হত। তবে এই সকল মমিফায়েড সন্ন্যাসীরা মৃত নন তারা অমরত্ব লাভ করেন এমনটাই মানে বৌদ্ধধর্মরা। সেই ক্ষেত্রে এই কঠোর তপস্যা সফল হয়েছেন খুব কম সংখ্যক সন্ন্যাসী। তবে সম্প্রতি পূর্ব এশিয়ার মঙ্গোলিয়ায় একটি ২০০ বছর পুরনো মমি সমাধিস্থ সন্ন্যাসীকে পাওয়া গিয়েছে। তবে তার শরীর সম্পূর্ণরূপে পোড়ানোর ছিল পশুর চামড়া দ্বারা। সুতরাং এই কঠোর তপস্যা সফল হয়েছে মাত্র কয়েক জন সন্ন্যাসী। নারে অধিকাংশ মাঝপথে বিফলে জান। তবে দীর্ঘদিন সমাধিস্থ থাকার ফলে তাদের শরীর অচল হয়ে গেল প্রাণটা কি করে বেঁচে থাকে সেই নিয়ে এখনও রিসার্চ করছেন বিজ্ঞানীরা। বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে এখনো। এবং চিকিতসকদের রিপোর্ট অনুযায়ী সেই প্রবীণ সন্ন্যাসীর মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। চিকিৎসকরা ধাতব আকৃতির বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দেহটিকে সিটি স্ক্যান করে দেখেছেন যেখানে তারা স্পষ্ট দেখতে পারছেন যে বাইরে থেকে সেটা নিতান্তই একটি মূর্তি মনে হলেও ভেতরে ধ্যানমগ্ন রয়েছে এক সন্ন্যাসী। তবে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে এটি কোন বড় ব্যাপার নয়। কারণ সেখানে হামেশাই সমাধিস্থ হয় সন্ন্যাসীরা। এশিয়া জুড়ে এমন রীতি ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে। চিনেও এরকম দৃশ্য দেখা যায় হামেশাই। তবে ঠিক কি কারণে সন্ন্যাসীরা নিজেদের সমাধি বানাত সেই বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন জেরেমিয়া। তার লেখা ও প্রকাশিত বইটির নাম লিভিং বুদ্ধা। তবে এই সমাধি একমাত্র ইচ্ছুক সন্ন্যাসীরাই হতেন।

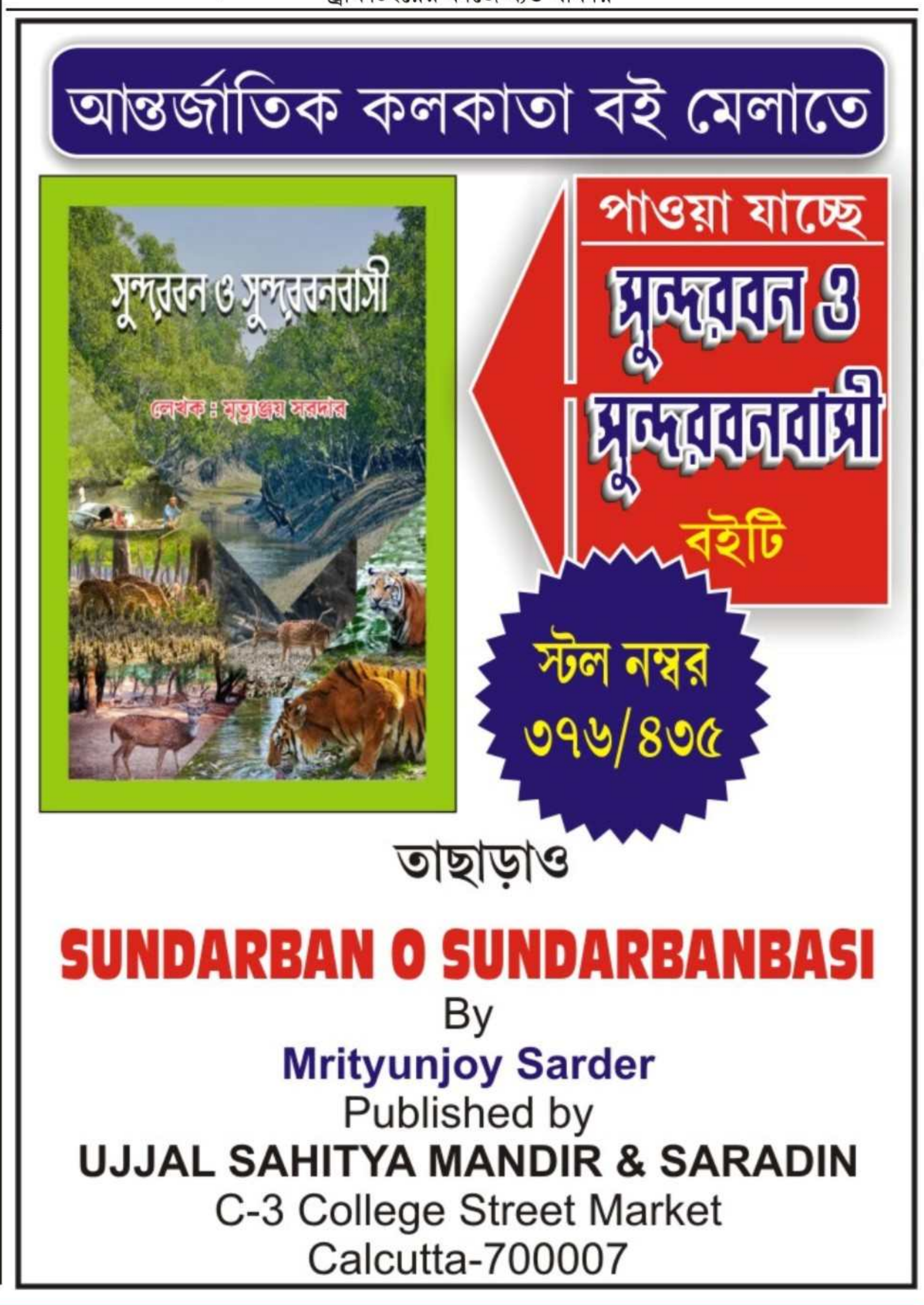

১-ম পাতার পর

সকাল ৯টার মধ্যে হাসপাতালের বহির্বিভাগ চালু করতেই হবে', নয়া সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের

বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সাথী সংক্রান্ত দুর্নীতি ঠেকাতে, এবার নজরদারির উদ্যোগ নিল স্বাস্থ্য দফতরের। হাসপাতাল যে টাকা দাবি করে, তাতে কারচুপি আছে কিনা দেখতে তৈরি হল সার্ভেলেন্স টিম। কোনও হাসপাতালের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উঠলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এরফলে ওপিডি চালু করতে চিকিৎসকরাও সঠিক সময় হাসপাতালে আসবেন, মনে করছে স্বাস্থ্য প্রশাসন।

কেন সিদ্ধান্ত?

নির্দেশনামায় বলা হয়েছে, সরকারি হাসপাতালের আউটডোরে রোগীদের লাইন বাড়ছে। ভিড় বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে পরিষেবা পেতে দেরিরও অভিযোগ বাড়ছে। এর ফলে সার্বিক ভাবে চিকিৎসা পরিষেবার মান খারাপ হচ্ছে। তাই এই সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য ভবনের। নির্দেশনামায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সকাল ৯টার মধ্যে সরকারি হাসপাতালের আউটডোর চালু করে দিতে হবে। কোন কোন বিভাগের কোন কোন চিকিৎসক আউটডোরে বসেছেন, সেই সমস্ত খুঁটিনাটি এসএমএস মারফত স্বাস্থয় ভবনে জানাতে হবে বলেও স্থির হয়েছে। এই তথ্য জানানোর দায়িত্বে থাকবেন এক জন নোডাল অফিসার। প্রত্যেকটি হাসপাতালে এমন নোডাল অফিসার ঠিক করার কথা বলা হয়েছে। সব মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালের সুপার এবং জেলার মুখ স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বলা হয়েছে, আগামীকাল থেকে এই নির্দেশ বলবত করতে হবে। একটি নোডাল ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। সেখানেই এসএমএস করে এই তথ্য দিতে হবে বলে খবর।

১-ম পাতার পর

তৃণমূলের সঙ্গে বাংলার জোটে নতুন করে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করলেন রাহুল

না করে বলেছিলেন, "আমি বলেছিলাম, যে রাজ্যে, যে আঞ্চলিক দল শক্তিশালী, তারা সেই রাজ্যে লড়ুক। আর আপনারা ৩০০ আসনে একা লড়াই করুন। আমরা সাহায্য করব। তারা বলছে, তাদের মর্জিমতো হবে।" মমতার ওই বক্তব্য নিয়ে মঙ্গলবার রাহুলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে কংগ্রেসের নেতা বলেন, ''আমাদের যে আসন বোঝাপড়ার প্রক্রিয়া রয়েছে, তা চলছে। তার ফলাফল আসবে। ওই বিষয়ে আমি এখানে কোনও মন্তব্য করব না।" কিন্তু প্রায় এক নিশ্বাসে রাহুল বলেন, "মমতাজির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ও দলের সম্পর্ক (রিস্তা) খুবই ভাল। হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই রকম (বিতর্ক) হয়। আমাদের কেউ কিছু বলে দেন। ওঁদের কেউ কিছু বলেন। এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সে সব এতে (আসন বোঝাপড়ায়) বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।"গত সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠক করেছিলেন মমতা। সেই বৈঠকেই মমতা বলে দিয়েছিলেন, ৪২টি আসনে একা লড়াইয়ের প্রস্তুতি রাখতে হবে। এমনকি, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী সম্পর্কে জেলা নেতাদের মমতা বলেছিলেন, উনি কোনও 'ফ্যাক্টর' নন। ওঁর কথা মাথাতেই আনতে হবে না। অভ্যন্তরীণ বৈঠকের পাশাপাশি সোমবার প্রকাশ্যেও মমতা কংগ্রেসের সমালোচনা করেন। যদিও তিনি কংগ্রেসের নাম করেননি। তবে কংগ্রেসকে মমতার আক্রমণে সবচেয়ে বেশি 'সন্তুষ্ট' হয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। কারণ, তাঁরা মনে করছিলেন এর ফলে তৃণমূলের সঙ্গে জোটে যাওয়ার হাই কমান্ডের ইচ্ছা ধাক্কা খাবে। কিন্তু দেখা গেল স্বয়ং রাহুল জোটপ্রক্রিয়ায় নতুন 'অক্সিজেন' দিলেন।উল্লেখ্য, আগামী বৃহস্পতিবার বাংলায় প্রবেশ করবে রাহুলের 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। ঢুকবে কোচবিহার দিয়ে। সমস্ত রাজ্যেই রাহুলের এই কর্মসূচিতে 'ইন্ডিয়া' শরিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে কংগ্রেস। তবে কোচবিহারে তৃণমূল যাবে কি না, তা মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত দলের তরফে জানানো হয়নি। আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মমতার সোমবারের 'আগ্রাসী' মন্তব্য রাজ্য সিপিএমে আশার সঞ্চার ঘটিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, ''তৃণমূল ওই কর্মসূচিতে না থাকলে আমাদের দলের প্রতিনিধি থাকবেন।" যদিও তার পরে দুপুরেই রাহুল অসম থেকে কালীঘাটকে ফের এক বার 'জোটবার্তা' দিলেন।

১-ম পাতার পর

সকাল থেকে ভিড়ে ঠাসা রামমন্দির! ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত দ্বার, কড়া নিরাপত্তা

তবে মন্দিরে নেই নিরাপত্তার কোনও খামতি। সেখানে ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড করা হয়েছে। ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড পার করার পর আছে সিকিউরিটি চেকিং। প্রথম দিনে রামলালার দর্শন পেতে সময় লাগছে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা। তবু উতসাহ ঘাটতি নেই দর্শনার্থীদের। সকাল থেকেই লাইনে থেকেছেন তাঁরা, রামলালার দর্শনপ্রার্থী হয়ে।

গরু পাচারকারীদের রুখতে গুলি চালাল বি এস এফ,

মৃত্যু হল বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গরু পাচারকারীদের দলে বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান! এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে বি এস এফ -এর তরফে। সোমবার ভোর রাতে বি এস এফ এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে বিজিবি-র এক জওয়ানের। বিএসএফ-এর তরফে জানানো হয়েছে, নিহত জওয়ান গরু পাচারকারী দলের সদস্য হতে পারেন। নিহত বিজিবি জওয়ানের দেহ বাংলাদেশি বাহিনীর হাতে তুলে দিতে ইতিমধ্যে ততপরতা শুরু করেছে বিএসএফ। পূর্ণ মর্যাদায় তাঁর দেহ হস্থান্তর করা হবে বলে জানানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত দাবি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।

কুয়াশার সুযোগে শীতকালে বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারকারীদের ততপরতা বাড়ে। এই প্রবণতা কমাতে সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় বড় বড় আলো লাগিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছন বিএসফ জওয়ানরা। কুয়াশার মধ্যেই পাচারকারীদের আক্রমণের মুখে পড়েন তাঁরা। তখনই আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে বাধ্য হন বাহিনীর জওয়ানরা। গুলিতে লাগে এক বিজিবি জওয়ানের দেহে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে বনগাঁ জীবন রতন ধর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় ইঝঋ. সেখানে সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। নিহত বিজিবি জওয়ান রইসুদ্দিনের দেহ এখনও বিএসএফের হেফাজতেই রয়েছে।

কিন্তু গরু পাচারকারীদের মধ্যে বিজিবি জওয়ান এলেন কী ভাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভবত ওই জওয়ান পাচারকারীদের মদত দিচ্ছিলেন। পালটা বিজিবির তরফে জানানো হয়েছে, পাচারকারীরা সীমান্ত পেরোচ্ছে দেখে বিজিবিও তাদের তাড়া করে। এরই মধ্যে কুয়াশায় বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ১ জওয়ান। বেশ কিছুক্ষণ পর জানা যায় তিনি বিএসএফের গুলিতে আহত হয়ে ভারতের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছয়।

জাতীয় বাল পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ শে জানুয়ারি , ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ৭ লোককল্যাণ মার্গ-এ তাঁর বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বাল পুরস্কার প্রাপক (পিএমআরবিপি)দের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের হাতে স্মারক তুলে দেন ও তাদের সঙ্গে খোলা মনে আলাপচারিতায় অংশ নেন। শিশুরা যে সাফল্যের জন্য এই পুরস্কারে নির্বাচিত হয়েছে সেকথা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নেয়। সঙ্গীত, সংস্কৃতি, সৌরবিদ্যুৎ, ব্যাডমিন্টন, দাবার মতো খেলাধুলোর বিষয়ে আলোচনা হয়। শিশুরা প্রধানমন্ত্রীকে বেশ কিছু প্রশ্ন করে। এর জবাব দেবার সময় প্রধানমন্ত্রী সবধরনের সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা আলোচনা করেন। এই বিষয়টি কিভাবে তাঁকে ধ্যান করতে সাহায্য করে সেকথাও উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয় যোজনা চালুর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালুর কথা স্মরণ করেন। শ্রী মোদী শিশুদের সঙ্গে আজকের দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন ও পরাক্রম দিবসের কথা বলে সরকার কিভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ধারাকে সম্মান জানাচ্ছে তা জানান।

ভারত সরকার শিল্প, সংস্কৃতি, সাহসিকতা, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজসেবা, খেলাধুলা ও পরিবেশের মতো ৭ টি বিষয়ে বিশেষ সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বাল পুরস্কার প্রদান করে। প্রত্যেক পুরস্কার প্রাপককে পদক, শংসাপত্র ও পুস্তিকা দেওয়া হয়। এবছর সমগ্র দেশে ১৯ টি শিশু বিভিন্ন বিভাগে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বাল পুরস্কার-২০২৪ এর জন্য নির্বাচিত হয়েছে। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ৯ জন বালক ও ১০ জন বালিকা রয়েছে।

সুভাষচন্দ্র বোস বিপর্যয় প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা পুরস্কার-২০২৪

নতুন দিল্লি, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ৬০টি প্যারাশ্যুট ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণ করে বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগে ২০২৪ সালের সুভাষচন্দ্র বোস বিপর্যয় প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশ। বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সংগঠনের অসামান্য অবদান ও নিঃস্বার্থ সেবার স্বীকৃতিতে ভারত সরকার, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্র বোস বিপর্যয় প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা পুরস্কার চালু করেছে। প্রতি বছর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি, পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। পুরস্কার হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তিরা পান নগদ ৫ লক্ষ টাকা ও শংসাপত্র। সংগঠনের ক্ষেত্রে নগদ ৫১ লক্ষ টাকা ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ-র দিশানির্দেশে দেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অনুশীলন, প্রস্তুতি ও মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। এর ফলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় হতাহতের সংখ্যা লক্ষণীয় ভাবে হ্রাস পেয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়মিত ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। সম্পত্তি ও প্রাণহানি যাতে যথাসম্ভব কম হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির ওপর জোর দেন। চলতি বছরের পুরস্কারের জন্য পয়লা জুলাই ২০২৩ থেকে অনলাইনে আবেদন চাওয়া হয়েছিল। প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এসম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে মোট ২৪৫টি বৈধ আবেদনপত্র জমা পড়েছিল।

জন্মজয়ন্তীতে বালাসাহেব ঠাকরেকে স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বালাসাহেব ঠাকরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শ্রী মোদী বলেন, সুবিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বালাসাহেব ঠাকরের মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবদান আজও অতুলনীয়।

এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"জন্মজয়ন্তীতে বালাসাহেব ঠাকরেজিকে স্মরণ করছি। সুবিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বালাসাহেব ঠাকরের মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবদান আজও অতুলনীয়। নেতৃত্বের গুণে, আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও দরিদ্র ও অবহেলিতদের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে অগণিত মানুষের অন্তরে তিনি আজও বেঁচে আছেন।"

রেশন দুর্নীতির টাকায় দুবাইয়ে গাড়ি-মদের ব্যবসায় লগ্নি তৃণমূলের শংকরের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে মূল অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানের সূত্র ধরেই বিদেশে পৌঁছেছিলেন শংকর আঢ্য । সেই সাথে মধ্য প্রাচ্যে বাকিবুরের একাধিক ব্যবসাতেও লগ্নি করেছিলেন তিনি। সম্প্রতি এমনটাই দাবি করেছে ইডি ।তারপর থেকেই শংকর এবং বাকিবুরের সংস্থায় বিনিয়োগ হয়েছে রেশন দুর্নীতির টাকা। তবে এই সব টাকা কিভাবে বিদেশে পৌঁছেছে এবং কোন কোম্পানির মাধ্যমে তা লগ্নি হয়েছে সেই বিষয়ে তদন্ত এখনও চলছে বলে খবর। পাশাপাশি ইডির দাবি, এই গোটা কর্মকাণ্ড ঘটেছে বাকিবুরের ইশারাতেই। মূলত বাকিবুরের নির্দেশেই শংকর তার সংস্থা খোলেন এবং রেশন দুর্নীতির টাকা বাকিবুরের সংস্থায় পৌঁছে দিতেন বলে ধারণা ইডি কর্তাদের ।তবে এই

কালো টাকা ঠিক কীভাবে হাত বদল হত সেটাই জানার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি সূত্রে খবর, রেশন বণ্টন দুর্নীতির টাকা দিয়েই বিদেশে একাধিক ব্যবসা খোলার পরিকল্পনা করেছিলেন বাকিবুর।

বাকিবুর গ্রেফতার হওয়ার পর তার স্ত্রীকে জেরা করে ইডি আধিকারিকরা। তিনিই ইডি কর্তাদের এই ব্যবসার কথা জানিয়েছিলেন। সেই সূত্রধরে ইডি কর্তারা তদন্ত শুরু করেন। উঠে আসে বাকিবুরের নানাবিধ কর্মকাণ্ড। জানা যায়, দুবাইয়ের মত ধনী দেশে গাড়ি ও বাইকের ব্যবসা করতেন বাকিবুর। রেশন বণ্টন দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হত এই ব্যবসায়।

এমনকি রাজ্যের গরিব দুঃখী মানুষের হকের টাকা দিয়ে তিনি দুবাইয়ে পানশালা খোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে তা বাস্তবায়িত করার আড়েই ইডির জালে আটকা পড়েন বাকিবুর। যদিও তার বিদেশের ব্যবসা এখনও রমরমিয়ে চলছে বলে ধারণা ইডি কর্তাদের। এবং তার হাত ধরেই মধ্য প্রাচ্যে পৌঁছায় বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য। দুবাইয়ে নিজের ছেলে শুভ আঢ্যর নামে একটি সংস্থাও খোলেন তিনি।

পরিবর্তে বাকিবুরের ব্যবস্যার লাভের একটা মোটা অংশ নিতেন শংকর। বাকিবুরের ব্যবসায় যে বিপুল অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হত তা মূলত শংকরের হাত দিয়েই যেত বলে ধারণা করছেন ইডি আধিকারিকরা। সম্প্রতি পানশালার তথ্য মেলার পর এই বিষয়টাও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী কর্মকর্তারা। ধারণা করা হচ্ছে বাকিবুরের গ্রেফতারির পর শংকর বা তার ছেলের হাত দিয়ে ঐ পানশালায় লগ্নি হয়ে থাকতে পারে।

২ পাতার পর

কেষ্ট গড়ে বাদ কাজল শেখ, ভোটের আগে বীরভূমের কোর কমিটিতে রদবদল মমতার

যেতেই তাঁকে সেই কমিটি থেকে সরিয়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এদিন বৈঠকে ৯ জনের পরিবর্তে পাঁচজনের কমিটি চূড়ান্ত হয়। যেখানে থাকছেন অভিজিত সিনহা, চন্দ্রনাথ সিনহা, সুদীপ্ত, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। কাজলের পাশাপাশি কমিটি থেকে বাদ পড়লেন বিশ্ববিজয় মাড্ডি এবং দুই সাংসদ শতাব্দী রায় ও অসিত মাল। কাজলের কর্মপদ্ধতি নিয়ে ওই জেলার বিধায়কদের থেকে একাধিক অভিযোগ পেয়েছিলেন মমতা। তারপরই এহেন সিদ্ধান্ত। কাজলকে আপাতত নানুর ও কেতুগ্রামের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।বিশ্বভারতী কাণ্ডে চেয়ার ছেড়ে ওঠা মনে করিয়ে এদিন কাজল শেখকে রীতিমতো ধমকের সুরে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, "তুমি কত বড় নেতা যে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলে? তুমি শুধু জেলা পরিষদের সভাধিপতি। গোটা বীরভূম দাপিয়ে বেড়ানোর দরকার নেই। জেলার একটা কোর কমিটি করে দেওয়া হল। সেখানে আপাতত তোমার থাকার দরকার নেই। প্রয়োজন হলে তোমায় নেওয়া হবে।" কমিটি থেকে তাঁকে ছেঁটে ফেলে তৃণমূল নেত্রী যেন বার্তা দিলেন যে, ভোটের আগে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে সমন্বয় করে চলতে হবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০২৪ সংখ্যা ২৪ জানুয়ারী, ২০২৪ বুধবার ০৯ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বোসকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, বললেন বোস

তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নেতাজির নাম। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের 'বোস' পদবি এসেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পদবি থেকেই। নেতাজির সঙ্গে তাঁর নামের পদবির সেই যোগ নিয়ে, গর্বিত রাজ্যপাল বোস। মঙ্গলবার নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে রাজভবনে বক্তব্য রাখার সময় এক বড় ঘোষণা করলেন তিনি।এদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিতে বক্তব্য রাখার সময় রাজ্যপাল বোস জানালেন, রাজভবনের তরফে একটি গবেষক দল তৈরি করা হবে। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি গ্রন্থাগারকে নিয়ে এই গবেষক দল গঠন হবে। যাদের কাজ থাকবে নেতাজিকে নিয়ে গবেষণা করা। ইতিহাসের পাতায় যাতে নেতাজিকে সঠিক জায়গা দেওয়া যায়, সে জন্য নেতাজি প্রসঙ্গ বার্ষিক বক্তৃতাসভারও আয়োজন করা হবে বলে জানালেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।রাজভবনের পোর্টিকোর নাম রাখলেন নেতাজির নামে। এখন থেকে এটির নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পোর্টিকো। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নেতাজিকেন্যাশনাল হিরো হিসেবে তুলে ধরেছিলেন, সে কথাও বললেন রাজ্যপাল বোস।

কিন্তু যে নেতাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য এত কিছু করেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইতিহাসের পাতায় তাঁকে ঠিকঠাক জায়গা দেওয়া হয়নি বলেও আক্ষেপ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। আজ রাজভবনে নেতাজির ছবিতে মাল্যদান করে রাজ্যপাল কড়া ভাষায় প্রশ্ন করলেন, 'নেতাজির স্মৃতিতে কী করা হয়েছে?' এরপর নিজেই বললেন, "দায়িত্বশীল রাজ্যপাল হিসেবে আমি বলছি, জেনে বুঝে নেতাজিকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বলেছিলেন, ইতিহাসে নেতাজিকে সঠিক জায়গা দেওয়া হয়নি, ইতিহাসে তাঁকে সঠিক জায়গা দিতে হবে। এটা প্রত্যেক ভারতীয় দায়িত্ব যাতে নেতাজি তাঁর সঠিক পরিচয় পান ইতিহাসে।"

পরাক্রম দিবস উপলক্ষে ভারতের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ শে জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পরাক্রম দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীতে তাঁর সাহসিকতায় পূর্ণ জীবনের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করেছেন। এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন: "পরাক্রম দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভ কামনা। আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমি তাঁর জীবন ও সাহসিকতার প্রতি আমার নিজের সম্মান জ্ঞাপন করছি। আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর নিষ্ঠা ও আত্মবলিদান সর্বদাই আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।"

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব তিনি সত্য ন্যায় পথিক ছিলেন, এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবাদিদেব নিজেই রাজনীতি করেছিল এই থেকে রাজনীতির সূত্রপাত। তবে রাজনীতি নিয়ে আজ লেখার কোন বিষয় বস্তু নয়, গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এ কথাটি লিখতে বাধ্য হয়েছি। ফিরে আসি দেবাদিদেব মহাদেবের আদি কথাতে, শিবের আরাধনা করে বহু মানুষ বহু উপকৃত হয়েছে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার দেবে না সরকার

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচেছ, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে।জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচেছদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। বুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

রাশ্মিকার ডিপফেক ভিডিও বানানোয় অভিযুক্ত গ্রেফতার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ভারতের তুমুল জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার আপত্তিকর একটি ভিডিও গত বছর ছড়িয়ে পড়ে নেট দুনিয়ায়। যদিও এটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) দিয়ে তৈরি একটি ডিপফেক ভিডিও। অবশেষে এ ঘটনায় অভিযুক্ত প্রধান আসামিকে গ্রেফতার কেরছে দিল্লি পুলিশ। গতকাল শনিবার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানায়, গত বছর ভারতীয় বংশোদ্ভূত নারী জারা প্যাটেলের শরীরে রাশ্মিকার মুখ বসিয়ে এমন ন্যক্কারজনক কাণ্ড করেছিল অভিযুক্ত যুবক। সামামাজিকমাধ্যমে ভিডিওটি ব্যাপক ভাইরাল হয়। এত অনেক অস্বস্তিতে পড়েন অভিনেত্রী।

মান্দান্নার ডিপফেক ভিডিওতে দেখা যায়, জারা প্যাটেল একটি কালো ইউনিটার্ড পোশাক পরে একটি লিফটে প্রবেশ করছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার করে এরপরেই রাশ্মিকার মুখ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই প্রথম প্রতিবাদ করেন অমিতাভ বচ্চন। এরপর ভারতীয় শোবিজের প্রায় সবাই তার পাশে দাঁড়ায়।

রাশ্মিকা তখন এক বিবৃতিতে লেখেন, বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে খুবই খারাপ লাগছে। এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় যা অত্যন্ত অপ্রিয়। আমার মতো অভিনেত্রী যদি প্রযুক্তির শিকার হতে পারে তা হলে সাধারণের সঙ্গে না জানি আরও কত, কী ঘটছে। আর কেউ যাতে আমার মতো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য অবিলম্বে এই প্রযুক্তি কৌশলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা উচিত। যদিও তার পরেও আলিয়া ভাট-সহ একাধিক নায়িকা একইভাবে হেনস্থার শিকার হয়েছেন।

ফের হলিউডে দীপিকা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শোনা যাচ্ছে ফের হলিউডে পাড়ি দিচ্ছেন ভারতীয় অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। আমেরিকান কমেডি ড্রামা 'দ্য হোয়াইট লোটাস'-এর তৃতীয় সিজনে দেখা যেতে পারে তাকে। এই হলিউডি সিরিজের প্রথম দু'টি সিজন প্রশংসিত হয়েছিল। এই সিরিজের প্রথম দু'টি সিজন যথাক্রমে হাওয়াই দ্বীপুঞ্জে এবং সিসিলিতে শুট করা হয়েছিল। শোনা যাচ্ছে তৃতীয় সিজনের শুটিং হবে থাইল্যান্ডে। তবে শুটিং শুরু হবে কবে থেকে শুরু হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

'ট্রিপল এক্স: রিটার্ন অব জেন্ডার কেজ' ছবির মাধ্যমে ২০১৭ সালে প্রথম হলিউডে অভিষেক হয় দিপীকার। সে ছবিতে হলিউড তারকা ভিন ডিজেলের সঙ্গে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নায়িকা।

কালো বলে কাজই করতে চাইতেন না বলিউড অভিনেত্রীরা, দাবি সুনীল শেঠির

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গায়ের রং কালো বলে বহু বলিউড অভিনেত্রী তার সঙ্গে কাজ করতে চাইতেন না! কিছুদিন আগে একটি সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন বলিউড অভিনেতা সুনীল শেঠি। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে সহ্য করেছেন বহু রিজেকশন।

প্রসঙ্গত, ১৯৯২ সালে দিব্যা ভারতীর বিপরীতে বলবান ছবির মাধ্যমে বলিউডে ডেবিউ করেছিলেন সুনীল। তিনিই ছিলেন প্রথম অভিনেত্রী যিনি সুনীলের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হন। সহ-অভিনেতার গায়ের রং না দেখে স্রেফ কাজটাই করতে চেয়েছিলেন দিব্যা।

ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে একাধিক বাধা বিপত্তি পেরোতে হয়েছে সুনীল শেঠিকে। সেই সময়কার কথা মনে করে অভিনেতা জানিয়েছেন, ৯০ এর শুরুর দিকে বলিউডে হিরো বলতে যা বোঝা হতো সেটা অনেকটাই আলাদা ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে হিরো মানেই ফর্সা, সুন্দর হবে। শ্যামবর্ণের কেউ হলে তাকে হিরোর বদলে খলনায়কের চরিত্রে ভাবা হতো। এটা পরিচালক, হিরোইন সহ সকলেই মনে করতেন। আর এই ভাবনার জেরেই ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে বহু প্রত্যাখ্যান সহ্য করেছেন অভিনেতা। তবে যাই হয়ে যাক না কেন তিনি মোটেই হাল ছাড়েননি। অবিচল থেকেছেন নিজের লক্ষ্যে।

কঠোর পরিশ্রম করে, বহু প্রত্যাখ্যান সহ্য করার পর সুনীল শেঠি বলবান ছবিতে সুযোগ পান, এ সেই ছবি মুক্তি পাওয়ার পর সেটা হিট করে যায়। বক্স অফিসে চুটিয়ে ব্যবসায়ী করে দীপক আনন্দ পরিচালিত এই ছবিটি। আর তারপর কখনই পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি অভিনেতাকে। তিনি প্রায় ১০০টির উপর সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন তার ভক্তদের। তার করা অন্যতম হিট ছবিগুলো হল খেল: নো অর্ডিনারি গেম, রক্ত, ভাগাম ভাগ, দিলওয়ালে, হেরা ফেরি, ইত্যাদি।

সুনীল শেঠি অভিনীত হান্টার টুটেগা নেহি তোরেগা সিরিজ কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে। এই সিরিজটি আমাজন মিনি টিভিতে দেখা যাচ্ছে। তাকে আগামীতে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল ছবিতে দেখা যাবে। এই ছবিটির পরিচালনা করছেন আহমেদ খান। ফিরোজ নাদিয়াওয়ালা প্রযোজনা করেছেন ছবিটির। এখানে সুনীল শেঠি ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকবেন পরেশ রাওয়াল, সঞ্জয় দত্ত, আরশাদ ওয়ারসি, রবিনা টন্ডন, লারা দত্ত প্রমুখ।

'অ্যানিমেল' নিয়ে এবার মুখ খুললেন তাপসী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড সিনেমা 'অ্যানিমেল' মুক্তি পেয়েছে গত বছরের শেষে। তবে সিনেমাটি নিয়ে আলোচনা চলছে এখনও। এবার এ নিয়ে মুখ খুললেন রেশমি রকেট-ডানকি গার্ল খ্যাত ভারতীয় আরেক তারকা অভিনেত্রী তাপসী পান্নু।

'অ্যানিম্যাল' নিয়ে এখনও দুই দলে বিভক্ত মুভিবোদ্ধারা। কারও কাছে ছবিটি অনবদ্য তো কারও কাছে হিংসাত্মক। আবার কারও কাছে নারীবিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ এই ছবি। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তাপসী বলেন, 'অনেকেই আমাকে এই ছবি নিয়ে নানা কথা বলেছেন। আমি নিজে চরমপন্থি নই। কিন্তু হলিউডের সঙ্গে তুলনা করলেও চলবে না।'

শুধু কী তাই, তিনি নাকি এই ছবি পর্যন্ত দেখেননি। সময়ের অভাবে নাকি ইচ্ছে করেই দেখেননি তা তিনি বলেননি। তিনি বলেন, 'হলিউডে কিন্তু কেউ সিনেমার গল্প বা তারকাদের কেশসজ্জাকে বাস্তবে অনুকরণ করেন না। কিন্তু আমাদের দেশে সেটা করা হয়। তাই ছবির দর্শকের সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে না।'

তাপসী মনে করেন এই ধরনের ছবি তৈরির আগে সমাজে তার কীরকম প্রতিক্রিয়া হবে, তা বিবেচনা করা উচিত। একই সঙ্গে তাপসী জানান, তিনি এই ধরনের কোনও ছবিতে অভিনয় করতে রাজি নন। তিনি মনে করেন, ;একজন তারকা হিসেবে বাস্তবকে মাথায় রেখে আমার ক্ষমতাকে বিবেচনা করা উচিত। কারণ ক্ষমতার সঙ্গে জুড়ে থাকে দায়িত্ববোধ। তাই আমি এই ধরনের ছবি করতে রাজি নই।'

ভারতের কাছে হেরে

যুব বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে শুরুটা একদমই ভালো হলো না বাংলাদেশের। নিজেদের প্রথম ম্যাচেই বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতের কাছে ৮৪ রানের বড় ব্যবধানে হেরে গেলো মাহফুজুর রহমান রাব্বির দল।

ব্লুমফন্টেইনে বাংলাদেশের সামনে জয়ের লক্ষ্য ছিল ২৫২ রানের। ৫০ রানের মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে যুবা টাইগাররা।

পঞ্চম উইকেটে আরিফুল ইসলাম আর মোহাম্মদ শিহাব জেমসের ৭৭ রানের জুটিতে লড়াইয়ে ফিরেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু আরিফুল ৪১ করে ফেরার পর অধিনায়ক মাহফুজুর রহমান রাব্বি ৪ করে ফিরলে সব আশা ভরসা শেষ হয়ে যায়।

জেমস (৫৪) ফিফটি করেছেন, কিন্তু দলের কাজে আসেনি। ৪৫.৫ ওভারে ১৬৭ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।

ভারতের সৌমি পান্ডে ২৪ রান খরচায় নেন ৪টি উইকেট। দুটি উইকেট শিকার মুশির খানের।

এর আগে ভারতকে অল্প রানে আটকে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই বাংলাদেশ দলপতি প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তবে ওপেনার আদর্শ সিং আর অধিনায়ক উদয় সাহারানের ফিফটিতে ৭ উইকেটে ২৫১ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজিই গড়ে ফেলে ভারত।

অথচ টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে বেশ চাপেই ছিল ভারত। পেসার মারুফ মৃধার তোপে ৩১ রানে ২ উইকেট হারিয়ে বসেছিল তারা। সেখান থেকে আদর্শ আর উদয়ের ১১৬ রানের বড় জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত।

৭৬ করে আদর্শ সিং ফিরলে ভাঙে এই জুটি। উদয় আউট হন ৬৪ রানে। এরপর প্রিয়াংশু মলিয়ার ২৩, আরাভেলি আভানিশের ২৩ আর শচিন দাসের শেষদিকে ২০ বলে অপরাজিত ২৬ রানে চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পায় ভারত।

বাংলাদেশি পেসার মারুফ মৃধা ৮ ওভার বল করে ৪৩ রান খরচায় একাই নেন ৫টি উইকেট। একটি করে উইকেট শিকার মোহাম্মদ রিজওয়ান আর মাহফুজুর রহমান রাব্বির।

এমবাপের ২ গোল, ২ অ্যাসিস্টে পিএসজির বড় জয়

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ফেঞ্চ কাপে কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোল আর জোড়া অ্যাসিস্টে 'অখ্যাত' দল অরলিনসকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে শেষ ষোলোতে উঠে গেছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)।

শনিবারে রাতে ফ্রেঞ্চ কাপের ৩২ রাউন্ডের খেলায় মাঠে নেমে ১৬ মিনিটে প্রথম গোল করেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী তারকা এমবাপে। দ্বিতীয় গোলটি তিনি করেন ৬৩ মিনিটে। তবে এই গোলটি এমবাপে করেছেন পেনাল্টি শটে।

অ্যাওয়ে ম্যাচে অরলিনসের বিপক্ষে জোড়া গোল করে পিএসজির হয়ে রেকর্ড ২৪০ গোলের মাইলফলকে পৌঁছে গেলেন এমবাপে। চলতি মৌসুমে ২৬ ম্যাচে ২৮ গোল করেছেন ২৫ বছর বয়সী এই ফরাসী তারকা।

নিজের রেকর্ড ও দলকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেওয়ার পর এবার অন্যদের দিয়ে গোল করাতে লাগলেন এমবাপে। ম্যাচের ৭২ মিনিটে প্রথম অ্যাসিস্টে গ্যানচেলো রামোসকে দিয়ে গোল করান তিনি। ফলে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় পিএসজি।

পিএসজির দাপটের দিনে একটি গোল পেয়েছে অরলিনসও। ম্যাচের ৮৬ মিনিটে গোল করে ব্যবধান কমান অরলিনসের নিকোলাস সেইন্ট রাফ। এর মাত্র ২ মিনিট পর আবারও এমবাপের অ্যাসিস্ট। এবার গোল করলেন সেনি মায়উলো। ফলে ৪-১ ব্যবধানে জিতে পরের রাউন্ডে উঠে গেলো পিএসজি।

সানিয়ার পাশে ননদ, বিচ্ছেদের জন্য ভাই শোয়েবকেই দুষলেন তার বোন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা এখন পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের অতীত। শনিবার দ্বিতীয় বিয়ের খবর সামনে এনেছেন এই পাকিস্তানি ক্রিকেটার। তিনি বিয়ে করেছেন নিজের দেশের অভিনেত্রী সানা জাভেদকে। এর আগে, সানিয়া মির্জা শরিয়ত আইন অনুযায়ী 'খুলা' প্রথায় তালাক দিয়েছেন শোয়েবকে।

কিন্তু সানিয়া-শোয়েবের বিচ্ছেদে নাকি একেবারেই সায় ছিল না শোয়েবের পরিবারের। এমনকী তার নতুন বিয়েতেও খুশি নয় পরিবার। তেমনটাই দাবি শোয়েবের বোনের। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী শোয়েবের বোন জানিয়েছেন, তিনি বা তার পরিবারের কেউই তার ভাইয়ের নতুন বিয়েতে খুশি নন।

সানিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন তার এই ননদ। শোয়েবের বোনের দাবি, ভাইয়ের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন সানিয়া। স্বামীকে বার বার বুঝিয়েও লাভ হয়নি। একাধিক নারীর সঙ্গে শোয়েবের সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি ভারতের টেনিস তারকা। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে তারকা দম্পতির মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত।

ভারতের পিচে ভালো করার উপায় জানালেন ডোনাল্ড

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ। ভারতীয় কন্ডিশনে উইকেট যে স্বাভাবিকভাবেই স্পিন সহায়ক হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই রকম পিচে সাধারণত পেসারদের জন্য খুব কম সাহায্য থাকে। তাদের পিচ বাউন্স থাকে খুব লো বা নিচু, এমন অবস্থায় পেসারদের করণীয় জানতে চাওয়া হয় টাইগারদের সাবেক পেস কোচ অ্যালান ডোনাল্ডের কাছে। যার সহজ টোটকা হিসেবে ডোনাল্ড বললেন স্টাম্প টু স্টাম্প অর্থাৎ যত বেশি সম্ভব বল উইকেটের মধ্যে রাখতে হবে, যাতে করে সাফল্য পেতে পারেন বোলাররা।

ইংল্যান্ডের ভারত সফর নিয়ে সাবেক প্রোটিয়া পেসার বলেন, 'আমাদের মাইন্ডসেট ছিল সবসময়ে আক্রমণাত্মক বোলিং করা। ওই সময় অধিনায়ক ছিল হ্যান্সি ক্রোনিয়ে। ও নিজেও বেশ আক্রমণাত্মক অধিনায়কত্ব করতো। আমাদের কোচ বব উলমারের ভারতীয় পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল। কারণ ভারতের পরিবেশে উলমারের খেলার অভিজ্ঞতা আছে। এখানে প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা ছিল। উলমার ক্রিকেটারদের মানসিক দিকটা খুব ভালোভাবে বুঝতেন। বিশেষ করে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মাইন্ডসেটটা উনি ভালোভাবেই বুঝতেন।'

এরপর ভারতের পিচে ভালো করার অভিজ্ঞতা বলেন ডোনাল্ড, 'আমরা জানতাম পিচে ভালো ক্যারি থাকবে না। তাই প্রতিটা বল স্টাম্প বরাবর করার চেষ্টা করেছি। যাতে প্রতি বলেই ব্যাটাররা খেলতে বাধ্য হয়। আর এতেই এসেছে সাফল্য। পিচে অল্প বাউন্স থাকার কারণে স্টাম্পের মধ্যে থাকা বল সমস্যায় ফেলেছে ব্যাটারদের। পরে বল যখন পুরনো হয়ে যাবে তখন নেগেটিভ ফিল্ড ব্যবহার করার কোন মানে নেই। এই সময়ে কভারে অতিরিক্ত ফিল্ডার রাখা যেতে পারে। ফলে ওই জায়গায় বোলাররা অতিরিক্ত সুরক্ষা পাবে।'

ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ বেশ শক্তিশালী। সেই শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপের বিপক্ষে ফুল লেন্থের বল করার দিকে ইংলিশ পেসারদের নজর দিতে বলেছেন ডোনাল্ড। পাশাপাশি ফিল্ডিং সাজানোর ক্ষেত্রেও আরও বেশি আক্রমণাত্মক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

আজীবন সম্মাননা পেলেন স্কালোনি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন: আর্জেন্টিনাকে কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমা এবং কাতার বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছেন লিওনেল স্কালোনি।

এরপর তার মুকুট কেবল ভারী হয়ে চলেছে। অল্প সময়ে স্মরণীয় সব অর্জনের পর এবার গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ড আজীবনের সম্মাননা দিয়েছে স্কালোনিকে।

দুবাইয়ের দ্য আটলান্টিসে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংস্থাটি এই পদক দিয়েছে। যেখানে ফিফা, উয়েফা, ইসিএ এবং প্রধান ক্লাবগুলোর তারকা ফুটবলার ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

গ্লোব সকার এবার সর্বোচ্চ গোলদাতাসহ তিনটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দিয়েছে পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে। একই অনুষ্ঠানে ২০২১ সাল থেকে আলবিসেলেস্তেদের হয়ে লাগাতার সব অর্জনের জন্য স্কালোনিকে দেওয়া হয় আজীবন সম্মাননা পদক।

পরে এমন অর্জন আর্জেন্টিনার মানুষদের উৎসর্গ করেছেন স্কালোনি। লিওনেল মেসিদের এই গুরু বলেন, 'সত্যি কথা বলতে আমরা যা পেয়েছি সেটা অনেকটা সিনেমার মতো। আমি এই পদক সকল আর্জেন্টাইনকে উৎসর্গ করছি, বিশেষ করে আমার কোচিং স্টাফ পাবলো আইমার, ওয়াল্টার স্যামুয়েল, রবার্তো আয়ালা, মাতিয়াস মান্না, মার্টিন তোকাল্লি, লুইস মার্টিন ও রদ্রিগো ব্যারিওসকে। তারা আমার এই অবিশ্বাস্য অর্জনে অনেক সাহায্য করেছে।'

রোনালদোর চোখে

ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের চেয়ে সৌদি লিগ সেরা!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইউরোপের সেরা ৫টি লিগের মধ্যে একটি ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান। বিশ্বের নামি-দামি তারকা ফুটবলাররা খেলেন এই লিগে। এখান থেকে খেলোয়াড় বের হয়ে যায় অন্য সেরা লিগগুলোতে। যেখানে খেলেছেন মেসি-নেইমারের মত ফুটবলাররা। এখনও খেলছেন কিলিয়ান এমবাপেও।

অথচ, ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের চেয়ে সৌদি প্রো লিগকে সেরা বললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তার মতে, সৌদি আরব যেভাবে ফুটবলে বিনিয়োগ করেছে, যেভাবে ইউরোপ থেকে খেলোয়াড় নিয়ে এসেছে এবং এখনও পর্যন্ত যেভাবে লড়াই জমে উঠেছে, তাতেই সৌদি লিগকে সেরা দাবি করলেন সিআর সেভেন।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব (ইপিএল) ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে সৌদি ক্লাব আল নাসরে বছর খানেক আগে যোগ দেন রোনালদো। দুবাইতে গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি। ওই অনুষ্ঠানে সেরা গোল স্কোরার এবং সমর্থকদের ফেবারিট ফুটবলার হিসেবে পুরস্কার জেতেন রোনালদো।

সেখানে রোনালদোর কাছে জানতে চাওয়া হয়, সৌদি প্রো লিগকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন তিনি। কোথায় স্থান দেবেন এই লিগকে? জবাবে পর্তুগিজ এই তারকা বলেন, সত্যি বলতে, আমি মনে করি সৌদি লিগ কোনোভাবেই ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের চেয়ে পিছিয়ে নেই। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত।'

নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন রোনালদো। তিনি বলেন, 'ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানে আপনি বড় জোর দুই তেকে তিনটি দলকে পাবেন লড়াই করার মতো। সে তুলনায় সৌদি আরবে দেখেন। আমি মনে করি, এই লিগটা এখন অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ। তারা বলতে পারে যেখানে নিজেদের রাখতে চায়। এটা শুধু আমার মতামত। এখানে তো আমি মাত্র এক বছর খেলেছি। সুতরাং, আমি যা জানি, তা নিয়েই শুধু বলছি।'

'তবে আমি মনে করি, অবশ্যই এই মুহূর্তে আমরা (সৌদি প্রো লিগ) ফ্রেঞ্চ লিগের চেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছি।'

আর্সেনালের গোল উৎসব

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : অবশেষে প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে অনেক পিছিয়ে থাকা ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে জয়ের দেখা আর্সেনালের। দুই ব্রাজিলিয়ানের নৈপুণ্যে এদিন প্যালেসের জালে রীতিমতো গোল উৎসব করেছে গানাররা। জয় পেয়েছে ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে। গানারদের হয়ে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি দুটি, সেন্টারব্যাক গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস ও লিয়েন্দ্রো ট্রোসার্ড একটি করে গোল করেন।

শনিবার এমিরেটস স্টেডিয়ামে লিগ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দু'দল। ম্যাচের মাত্র একাদশ মিনিটে আর্সেনালকে লিড এনে দেন মাগালহায়েস। ডেকলান রাইসের কর্নার থেকে জটলার ভেতর থেকে হেডে দলকে এগিয়ে দেন এই ব্রাজিলিয়ান সেন্টার-ব্যাক। ৩৭ মিনিটে আবারও এগিয়ে যায় আর্সেনাল। তবে এবার প্যালেসের গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসনের আত্মঘাতী গোলে। বুকায়ো সাকার কর্নার ফেরাতে গিয়ে বল তার মাথায় লেগে ঢুকে যায় নিজেদের জালে।

দ্বিতীয়ার্ধে তারা আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। গোলের ব্যবধানটা আরও বাড়িয়ে নিতে ৫৯ মিনিটে ভূমিকা রাখেন লিয়েন্দ্রো ট্রোসার্ড। হেসেখেলে সেই ব্যবধান নিয়েই যখন তারা শেষ বাঁশি বাজার অপেক্ষায় তখনই ট্রোসার্ডের পরিবর্তে ৬৯ মিনিটে বদলি নামা গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির ঝলক। আর্সেনালের শেষ দুটি গোল এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের করা। তাও একেবারে শেষ মুহূর্তে যোগ করা চতুর্থ ও পঞ্চম মিনিটে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১

■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR